বণিক বার্তা
25 APR 2026

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের প্রভাব

উৎপাদন খরচ বেড়েছে তৈরি পোশাকের, ক্রেতাদের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চলমান মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের প্রভাবে দেশের তৈরি পোশাক খাত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। জ্বালানি ও কাঁচামালের সরবরাহ সংকটে পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারকরা চাপে পড়েছেন। এর ফলে তারা প্রস্তুতকৃত পণ্যের দাম বাড়ানোর কথা ভাবছেন। এরই মধ্যে অনেক ক্রেতাকে সেই প্রস্তাবও দিয়েছেন কেউ কেউ। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, আমদানিনির্ভর কাঁচামালের সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় তৈরি পোশাকের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এতে ব্যয় বাড়ার পাশাপাশি সময়মতো রফতানি আদেশ সরবরাহ করাও কঠিন হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশে পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত অধিকাংশ সুতা, কাপড়, রাসায়নিক ও অ্যাকসেসরিজ আমদানি করতে হয়। আমদানীকৃত এসব কাঁচামালের অধিকাংশ আসে চীন ও ভারত থেকে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের কারণে শিপমেন্টে দেরি, পরিবহন খরচ বৃদ্ধি এবং কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া কারখানাগুলো ঠিকমতো জ্বালানি না পাওয়ায় তাদের কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি ও পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়ছে উৎপাদন খরচে। ফলে অনেক উৎপাদক কম দামে ক্রয়াদেশ নিলেও এখন ঝুঁকিতে পড়েছেন। কেউ কেউ ক্রেতাদের দাম বাড়িয়ে দেয়ার প্রস্তাবও দিচ্ছেন। ব্যবসায়ীরা বলছেন, এ পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে ছোট ও মাঝারি কারখানাগুলোর টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বণিক বার্তাকে বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের সরাসরি প্রভাব পড়ছে উৎপাদনের ওপর। জ্বালানি সংকটের কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে কার্যক্রম। এতে আমাদের পণ্য উৎপাদনে সময় ও ব্যয় বেড়েছে কয়েক গুণ। একই সঙ্গে পরিবহন খরচও বেড়েছে। এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে পোশাক শিল্পের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।' তৈরি পোশাক উৎপাদনের বাড়তি খরচ মেটাতে এরই মধ্যে ক্রেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি।

জানা যায়, যুক্তরাজ্যভিত্তিক সুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কোটস বাংলাদেশের এ কে খান অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগে কোটস বাংলাদেশ নামে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে। দেশের সুতার চাহিদার ৩০ শতাংশেরও বেশি জোগান দেয় কোম্পানিটি। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোটস বাংলাদেশ ১৫ এপ্রিল সুতার দাম ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় ক্রেতা সুইডেনভিত্তিক বহুজাতিক খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান এইচঅ্যান্ডএম। এ তালিকায় আরো রয়েছে স্পেনের ইন্ডিটেক্স ও আয়ারল্যান্ডের প্রাইমার্কের মতো বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলো। রয়টার্সের ওই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ইরান যুদ্ধের প্রভাবে ভারত ও বাংলাদেশের পোশাক প্রস্তুতকারকরা চাপে পড়েছেন। এর ফলে জারা ও এইচঅ্যান্ডএমের মতো ফাস্ট-ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর খরচ বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশী সরবরাহকারীদের কাছ থেকে শিগগিরই দাম বাড়ানোর প্রস্তাব পেতে পারে এইচঅ্যান্ডএম। যদিও কোম্পানিটি আপাতত নিজেই সেই খরচ বহনের পরিকল্পনা করছে।

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের সরাসরি প্রভাব পড়ছে উৎপাদনের ওপর। জ্বালানি সংকটে বিঘ্নিত হচ্ছে কার্যক্রম। এতে আমাদের পণ্য উৎপাদনে সময় ও ব্যয় বেড়েছে কয়েক গুণ। একই সঙ্গে পরিবহন খরচও বেড়েছে। এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে পোশাক শিল্পের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে

মোহাম্মদ হাতেম
সভাপতি, বিকেএমইএ

এদিকে চলমান পরিস্থিতিতে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও বিভিন্ন স্পিনিং মিলকে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট সুবিধা দিচ্ছে না বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ)। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর দেয়া এক চিঠিতে সংগঠনটি জানায়, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক নানা প্রক্রিয়াগত ও প্রশাসনিক কারণ দেখিয়ে স্পিনিং মিলগুলোকে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করছে না। ফলে সংশ্লিষ্ট মিলগুলোর কার্যকরী মূলধন ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন পরিকল্পনা, কাঁচামাল সংগ্রহ এবং রফতানিমুখী সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বাস্তবে এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করার পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক রফতানি প্রবাহেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয় চিঠিতে।

বণিক বার্তা

25 APR 2026

এলডিসি উত্তরণে আরো সময় চাইল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সময় বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ইকোসক ফাইন্যান্সিং ফর ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ২০২৬-এর সাধারণ বিতর্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী এ আহ্বান জানান। খবর তথ্য বিবরণী।

বৈশ্বিক এসডিজি অর্থায়ন ঘাটতি মোকাবেলা এবং ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জরুরি ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে তিনি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'ভূরাজনৈতিক সংঘাত, উন্নয়ন সহায়তা কমে যাওয়া, জলবায়ুজনিত অভিঘাত, বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা এবং জ্বালানি খাতের অনিশ্চয়তা উন্নয়নশীল দেশগুলোর নীতিগত পরিসর ক্রমেই সংকুচিত করছে। এ প্রেক্ষাপটে টেকসই ও মসৃণ উত্তরণ নিশ্চিতে এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতিকাল বাড়ানোর অনুরোধ জানাচ্ছে বাংলাদেশ।'

দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সাম্প্রতিক অগ্রগতির কথাও তুলে ধরেন সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী। তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, ব্যবসায়িক আস্থা পুনর্গঠন, ব্যাংক খাত শক্তিশালী করা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সরাসরি সহায়তা সম্প্রসারণে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।'

বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আরো জানান, ঋণের ব্যয় হ্রাস, অকার্যকর অবকাঠামো-সম্পর্কিত ঋণ পরিহার এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও কর্মসংস্থানমুখী খাতে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ প্রবাহ নিশ্চিত করা সময়ের দাবি।

প্রথম আলো

25 APR 2026

এলডিসি উত্তরণে প্রস্তুতির সময় বাড়ানোর অনুরোধ

ইকোসক ফোরাম

বৈশ্বিক সংকটের পাশাপাশি নানা অনিশ্চয়তা তুলে ধরে বাংলাদেশ এ আহ্বান জানিয়েছে।

বাসস, *ঢাকা*

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে প্রস্তুতির জন্য আরও সময় চায় বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার এক ফোরামে এ আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী।

এলডিসি নির্ধারণ ও সেখান থেকে উত্তরণের বিষয়টি দেখভাল করা জাতিসংঘের সংস্থা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক) আয়োজিত 'ইকোসক ফাইন্যান্সিং ফর ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ২০২৬'-এর সাধারণ বিতর্কে অংশ নিয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি এ আহ্বান জানিয়েছেন।

ফোরামের আলোচনায় বৈশ্বিক এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে) অর্থায়নঘাটতি মোকাবিলা এবং একটি ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জরুরি ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, ভূরাজনৈতিক সংঘাত, উন্নয়নসহায়তা কমে যাওয়া, জলবায়ুজনিত অভিঘাত,, বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা ও জ্বালানি খাতের অনিশ্চয়তা উন্নয়নশীল দেশগুলোর নীতিগত পরিসরকে ক্রমে সংকুচিত করছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে টেকসই ও মসৃণ উত্তরণ নিশ্চিত করতে এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতিকাল বাড়ানোর অনুরোধ জানাচ্ছে বাংলাদেশ।

ইকোসক ফোরামে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সাম্প্রতিক অগ্রগতির কথাও তুলে ধরেন সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, ব্যবসায়িক আস্থা পুনর্গঠন, ব্যাংকিং খাতকে শক্তিশালী করা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সরাসরি সহায়তা সম্প্রসারণে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি জানান, ঋণের ব্যয় হ্রাস, অকার্যকর অবকাঠামো-সম্পর্কিত ঋণ পরিহার ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও কর্মসংস্থানমুখী খাতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগপ্রবাহ নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। পাশাপাশি একটি অধিক প্রতিনিধিত্বশীল বৈশ্বিক আর্থিক কাঠামো গড়ে তোলা, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা, ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং পাচার হওয়া সম্পদ যথাযথ মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র

The Financial Express

25 APR 2026

Garment exporters

I FROM PAGE 8 COL 4

Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) President Mohammad Hatem said leaders from both BKMEA and BGMEA had recently met Housing and Public Works Minister Zakaria Taher to discuss concerns over certain BNBC provisions that render factories non-compliant despite being built in accordance with the existing laws.

"The minister assured that if the industry provides a detailed account of the contradictions, the government will take the matter into consideration," he said.

On April 20, the BGMEA leadership also held a meeting with former presidents to review broader industry challenges, including compliance issues related to building codes.

Following the meeting, BGMEA President Mahmud Hasan Khan told The Financial Express there "are some misconceptions regarding the National Building Code" and discussions "are ongoing with engineers and relevant stakeholders".

"A technical team with engineers and experts is working on identifying the key challenges or misconceptions," he said, adding that the issues would be placed before the authorities concerned for clarification if "we have a lack of understanding of these issues".

Responding to a query, he said one key area of confusion was whether dining facilities could be allowed within the same building as production in newly constructed factories.

"Technical experts are currently reviewing such matters," he said, adding that further consultations would be held with the related bodies of the government to clarify or bring changes, if necessary.

newsmanjasi@gmail.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

The Business Standard

25 APR 2026

Textile millers seek pre-shipment loan facility against back-to-back LCs

BUSINESS – BANGLADESH

TBS REPORT

Textile mill owners have urged Bangladesh Bank to extend pre-shipment credit facilities against back-to-back letters of credit, similar to those currently available for export-oriented garment manufacturers.

In a letter sent to the central bank governor on 21 April, the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) said the existing financing structure mainly supports garment exporters under master LC arrangements.

A pre-shipment loan facility is short-term working capital financing provided by banks to exporters before goods are shipped, designed to cover costs like raw material procurement, manufacturing, packing, and transportation. It enables exporters to fulfill I SEE PAGE 6 COL 1

Textile millers seek pre-shipment

CONTINUED FROM PAGE 3

orders and is usually repaid once the export proceeds are realized, often secured by an LC.

However, spinning and textile mills operating under back-to-back LCs are not clearly included in the pre-shipment credit framework, limiting their access to bank financing.

At present, commercial banks provide pre-shipment credit up to 5% of the total export value for garment exporters to support working capital needs before shipment.

BTMA leaders argue that a similar facility would help textile mills manage operational costs, including wages and utilities, during production cycles.

"If this credit support is extended, spinning mill owners will be able to cover daily expenses like salaries. Later, when payments from banks are received, the amounts can be adjusted just like in the garment sector," said Salehuddin Zaman Khan, former vice president of BTMA.